

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

কি করবেন ✓

✗ কি করবেন না?



আপনি
কি পোস্ট করছেন
সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সবার
আগে চিন্তা করুন - আপনি কি
নিজের বন্ধুদের জন্য নাকি সবার
জন্য সেই পোস্ট উন্মুক্ত রাখতে
চান? সেই অনুযায়ী পোস্টের
প্রাইভেসী সেটিংস ঠিক
করে নিন।

ছবি, ভিডিও
কিংবা ব্যক্তিগত তথ্য
(যেমন ঠিকানা, ফোন নম্বর)
সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখার
ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। উন্মুক্ত
ছবি/ভিডিও/তথ্য যে কেউ
কপি করার সুযোগ পেতে
পারেন।

আপনার
একাউন্ট'টি ২ স্তর
বিশিষ্ট অথেনটিকেশন
মাধ্যমে সুরক্ষিত করুন। কেউ
অবৈধ ভাবে আপনার একাউন্টে
ঢোকার চেষ্টা করলে, আপনাকে
ইমেইল কিংবা সেল ফোন নাম্বারে
কোড পাঠাবে, যার মাধ্যমে
আপনি সতর্ক হতে
পারবেন।

লেখালেখির
মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা
গোষ্ঠীকে লিঙ্গ, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ,
জাতীয়তা, শারীরিক-মানসিক গঠন
কিংবা সংস্কৃতির ভিত্তিতে আঘাত করা
কিংবা জীবনের হুমকি দেয়া থেকে
বিরত থাকুন। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো
বেআইনি এবং সংস্কৃদ্ধ ব্যক্তি
চাইলে স্ক্রিন শট রেখে দিতে
পারেন।

আপনার অবস্থান
সবাইকে জানাতে না
চাইলে, অবশ্যই লোকেশন
সেটিংস বন্ধ করে রাখুন। কোনো
জায়গায় গিয়ে 'চেক ইন' তথ্য
শেয়ার করার ব্যাপারে সতর্ক
থাকুন।

সম্ভব হলে নিজের
বন্ধু লিস্ট প্রাইভেট রাখুন,
যাতে অন্য কোনো অপরিচিত
মানুষ জানতে না পারে,
আপনি কার কার সাথে বন্ধুত্ব
আছেন।

আপনার একাউন্টের
প্রাইভেসী সেটিংস খুব ভালো
করে পর্যালোচনা করুন। যেমন,
কে আপনাকে যোগাযোগ করতে
পারবে, কে আপনার ওয়ালে লিখতে
পারবে, কে আপনাকে ট্যাগ করতে
পারবে, কে আপনাকে খুঁজতে পারবে
ইত্যাদি বিষয় আপনি আগেই ঠিক
করে নিতে পারেন।

একাউন্ট
সুরক্ষিত রাখার জন্য
পাসওয়ার্ড নিয়মিত
পরিবর্তন করুন।

কোনো গ্রুপ বা
পেইজে যোগদান/লাইক
দেবার আগে সেই গ্রুপ বা
পেইজের উদ্দেশ্য বা কাজকর্ম
সম্পর্কে অবগত হয়ে নিন।

অপরিচিত
মানুষের সঙ্গে সংলাপে
সাবধানতা অবলম্বন
করুন। সব রকম উস্কানি
এড়িয়ে চলুন।

বন্ধু রিকোয়েস্ট
আসলেই তা গ্রহণ করার
পরিবর্তে চিন্তা করে দেখুন,
তাকে আপনি চিনেন কিনা বা
আপনার বন্ধু লিস্টে রাখবেন কিনা?
অজানা, অপরিচিত মানুষ কে বন্ধু
লিস্টে রাখার ব্যাপারে সতর্ক
থাকুন।

কোনো কিছু
লাইভ করার আগে
প্রাসঙ্গিকতা, গোপনীয়তা
এবং নিরাপত্তা বিবেচনা
করুন।

একাউন্টের জন্য
কয়েকজন 'ট্রাস্টেড কন্টাক্ট
পারসন' নির্ধারণ করে রাখতে
পারেন, যারা কোন কারণে
একাউন্ট হ্যাক হয়ে গেলে
সেটা ফিরে পেতে সুপারিশ
করতে পারবেন।

যে কোনো লিংক
লাইক, ক্লিক কিংবা শেয়ার
দেবার আগে বিবেচনা করুন
সেই লিংকটি কোনো ভুয়া খবর
কিংবা তথ্য হ্যাক করে এমন
কোনো ওয়েবসাইট থেকে
নেয়া কিনা?

একাউন্টের
জন্মতারিখ আপনার
জাতীয় পরিচয়পত্রের সঙ্গে
মিল রেখে করুন। হ্যাকিং পর
আপনার একাউন্ট ফিরে পেতে
গেলে, জাতীয় পরিচয়পত্র
গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে
কাজ করে।